Export Competitivness for Jobs Project

ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য নীতিমালা

Framework for Small ethnic and vulnerable community's development plan

Ministry of Commerce

Government of the People's Republic Bangladesh

ভূমিকা :

Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হতে পারে। যদিও জমির প্রয়োজনীয়তা খুবই কম, কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পলিসি OP 4.12 এবং বাংলাদেশ সরকারের জমি অধিগ্রহন নীতিমালা অনুসরণ করে EC4J প্রকল্পের জন্য এই ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য নীতিমালা (SEVCDF) তৈরী করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসরকারী খাতের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য,(চামড়া এবং অচামড়া),পাদুকা,প্লাস্টিক ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের রপ্তানি প্রোফাইলে বহুমুখীকরনের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি করা বিশ্বব্যাংকের বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ EC4J প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

বাংলাদেশ মোটামুটি ১৬০ মিলিয়ন লোক বসবাস করে। এর মধ্যে ৮৫% বাঙ্গালী মুসলিম। বাকী ১৫% হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর ১% (৩ মিলিয়ন) এর মতো আদিবাসী। বাংলাদেশের ২৮ টি জেলায় ৪৫ টি বিভিন্ন গ্রুপের আদিবাসী বসবাস করে। প্রকল্পের কারনে কোন আদি জনগোষ্ঠী বা এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। এই ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে যদি প্রকল্পের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১। প্রকল্পের কারনে যেন কোন ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

২। প্রকল্প যেন ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদগোষ্ঠীকে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করে।

৩। প্রকল্প যেন ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র গোষ্ঠীর জমি, স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ না করে।

৪। যদি প্রকল্পের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে যেন উপযুক্ত ক্ষতিপুরন দেয়া হয় ও পূর্নবাসন করা হয়।

প্রকল্প ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য একই পূর্নবাসন নীতিমালা গ্রহন করবে কিন্তু এই গোষ্ঠীর সাথে আলাদা ভাবে মতামত জরিপ করতে হবে ও অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা প্রকল্প গ্রহন করবে। যদি প্রকল্পের কারনে ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে পূর্নবাসন এলাকায় এই গোষ্ঠীকে স্থানান্তর করতে হবে প্রকল্পের খরচে।

২. প্রকল্পের বিবরন :

প্রকল্পের ৪টি কম্পোনেন্ট (component) রয়েছে।

component A : দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

component B : পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি করা।

component C: অবকাঠামোর উন্নয়ন করা।

component D: প্রকল্প বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

৩. পূর্নবাসন নীতিমালাঃ

প্রথমিকভাবে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের কারনে কোন ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র গোষ্ঠীর জমি অধিগ্রহন করা প্রয়োজন হবে না। কোন ঘরবাড়ী বা কৃষিজমি স্থানচ্যুত হবে না।এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান আবহাওয়া স্টেশনগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে যাহা উপজেলা পরিষদ, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, স্থানীয় আবহাওয়া অফিস বা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব। তবুও যদি জমি অধিগ্রহন বা স্থপনা সরানোর প্রয়োজন হয়, তাহলে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে তা এই Docment এ আলোচনা করা হয়েছে বিশ্বব্যাংক পলিসি OP 4.10 অনুসারে।

৪. প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রশমন ব্যবস্থা ঃ

প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহন ও নির্মাণ কাজের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব পরিহার করে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহন পরিকল্পনা ব্যবস্থা নিতে হবে যদি প্রয়োজন হয়। একান্তই পরিহার সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি নিরসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ভূমি ও সম্পদের অধিগ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ আইন (১৯৮২) অনুসরণ করা হবে। এছাড়াও স্থানচ্যূত বাড়ী, ব্যবসা এবং সামাজিক কাজে ব্যবহৃত অবকাঠামোর ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশ্ব ব্যাংকের নীতিমালা (OP 4.10 ও 4.12) অনুসরণ করে স্থানান্তরিত করা হবে। স্থানান্তরের জন্য একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুত করতে হবে (যদি জমি ও স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়), যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের তথ্য ও ক্ষতির ধরন এবং কিভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে। জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে তাদের সকল ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ক্ষতিপুরণ বাবদ ভূমি ও অবকাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্য এবং গাছ, শস্য, মাছ ও পশু সম্পদের ক্ষতির জন্য বর্তমান বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে আইনানুগ ভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং RAP এর কর্মপন্থা ছক অনুযায়ী অন্যান্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এছাড়া অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান, পুন:নির্মাণ অনুদান, ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠা অনুদান, বাস্তু উন্নয়ন ভাতা, কার্যদিবস/আয়ের লোকসানের ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি MOC তথা বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে RAP এর নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধ করবে। স্থানচ্যুতির কারণে যে সকল স্বত্ত্বাধীকার ব্যতীত ব্যক্তি বসত বাড়ী, ব্যবসা এবং অন্যান্য উৎপাদন সম্ভাবনা বা জীবিকা হারাবেন, তাঁরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। নারী-প্রধান এবং অন্যান্য অসহায় খানাসমূহ তাদের প্রাক-প্রকল্প অবস্থার উন্নয়ন অথবা অন্তত প্রতিস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত নগদ সহায়তার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ক্ষতিপূরণ ও প্রাপ্যতা, ক্ষতির ধরন এবং লোকসান অন্যান্য সমগোত্রীয় অনুমোদিত প্রকল্পের ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫. ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের ক্ষতিপূরণ, সামজিক উন্নয়ন প্রকল্প ও এলাকাবাসীর সাথে প্রকল্পের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য :

ক্ষতিপূরণের মূলনীতি/প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ ---

১। ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে এবং অধিগ্রহণ শুধুমাত্র সেখানেই করা হবে যেখানে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।

২। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে, প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনযাত্রার মান উন্নতর করা অথবা প্রকল্প পূর্ব মান রক্ষা করা।

৩। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত করা।

৪। ক্ষতিপূরণ বিষয়টি মহিলা এবং পুরুষ সবার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে।

৫। নারী প্রধান পরিবারসমূহ এবং হতদরিদ্র শ্রেণীকে বিশেষ বিবেচনায় রাখা।

৬। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করার পূর্বেই পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রস্তুতি শেষ করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৭। প্রকল্পের সাথে এলাকাবাসীর নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা এবং এলাকাবাসীকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা।

৮। এলাকাবাসীর সাথে নিয়মিত পরামর্শ সভা করা ও তাদের গ্রহনযোগ্য মতামত প্রকল্প পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা।

৯। জীবিকা পুনঃরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

৬. ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র গোষ্ঠীর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি এবং প্রাপ্যসমূহ :

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বসবাসরত (ROW) সকল পরিবারসমূহ এবং সেই উপজেলায় cut-off date ঘোষনার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ভোগকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ, আয় ক্ষতিপুরণের যোগ্য হিসাবে ধরা হবে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা মূলনীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।

সম্পদের বৈধ মালিকদের জন্য Cut-off date হবে DC কর্তৃক ৩ ধারা নোটিশ জারী হওয়ার তারিখ। তাই বৈধ, অবৈধ অথবা স্বত্বহীন ব্যবহারকারী, ইজারাগ্রহীতা, ব্যবসায়ী, গাছের মালিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি'র ক্ষতিপূরণ পাওয়ার মূলনীতিগুলো নিম্নলিখিত টেবিলগুলোতে আলোচনা করা হল ঃ

৭. ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষীতে ক্ষতিপূরণ :

৭.১ : কৃষি/ আবাসিক অথবা ব্যবসায়িক জমির ক্ষতি ঃ-

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। ক্ষতিপূরন হস্তান্তরের সময় ডেপুটি কমিশনার অথবা আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত দ্বারা নির্ধারিত বৈধ মালিকগণ। ২। মালিকানার বন্টন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বৈধ দলিলের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।	১। আইনের অধিন ক্যাশ ক্ষতিপূরণ (CUL), যাতে ৫০% অধিহারঅন্তর্ভুক্ত। ২। প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদনক্ষম জমির জন্য পরিবর্তন ভাতা (TA)।	১। জমির প্রতিস্থাপন মূল্য এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমান PAVC কর্তৃক নির্ধারিত জমির বর্তমান মূল্য দিয়ে স্থির করা হবে। ২। জমির প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করা হবে সাম্প্রতিক বাজার মূল্য এবং রেজি: মূল্য সহ। ৩। ফসল কাটা ও সংগ্রহের জন্য এক মাসের নোটিশ দিতে হবে। অন্যথায়, ফসলের সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। ৪। যদি প্রতিস্থাপন মূল্য ক্ষতিপূরণের তুলনায় বেশী হয় তবে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসাবে IA ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করবে।	১। ক্ষতিপূরণের নীতিমালা ৩ ধারা নোটিশের পর ক্ষতিগ্রস্তদের বিস্তারিত অবহিত করতে হবে। ২। জমির কাগজ পত্র সমস্যা থাকলে মালিকদের সহায়তা করতে হবে যাতে জেলা প্রশাসক থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে। ৩। মৌজা অনুযায়ী জমির বাজার মূল্য নির্ধারন করতে হবে। এক্ষেত্রে জমির ফসলের ধরন, সেচ, প্রবেশপথ, ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হবে। ৪। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার দায়িত্ব প্রকল্পের নয়। ৫। ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে একাধিক জমি অধিগ্রহণ করতে হলে অধিগ্রহণকৃত সকল জমির ক্ষতিপূরণ এবং প্রতিস্থাপন মূল্য সামগ্রিকভাবে গণনা করতে হবে।	১। সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, দেখাশোনা, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব IA এর। ২। জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। ৩। IA/EA ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবে। ক্ষতিগ্রস্তদের দলিল ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং RAP বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করবে। ৪। আইনত প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে DC । IA, EA এর সহায়তায় প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবে।

৭.২ পুকুর এবং মৎস্য সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। পুকুরের বৈধ মালিক জমির ক্ষতিপূরণ পাবে আর আইনানুগ অথবা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত চাষী/ইজারাদার/ব্যবহারকারী মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে।	১। জমির মূল্যের উপর ৫০% অধিহারে আইনানুগ প্রাপ্য অথবা জমি ও খনন খরচ ধরে পুকুরের বর্তমান বাজার দরের মধ্যে তুলনামুলক অধিক মূল্য পরিশোধ করা হবে। ২। প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীবৃন্দ পুকুরের/ঘেরের অবশিষ্ট মাছ নিয়ে যেতে পারবেন। ৩। পুকুর যদি কোনও সরকারী সংস্থা থেকে ইজারাকৃত হয় তবে ডিসির ক্ষতিপূরণ ইজারার শর্তানুযায়ী হবে।	১। ৭.১ এর জন্য দেয়া ক্ষতির নির্দেশিকা ১,২,৩ এখানে প্রযোজ্য। ২। মাছের পুকুর যদি সরকারী জমিতে হয়, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে লীজকৃত জমিতে না হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি পুকুরের মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং অবশিষ্ট মাছ নিয়ে যেতে পারবেন। ৩। জমির বৈধ মালিক যদি নিজে মাছ চাষ করেন তবে মৎস্য সম্পদের জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন । ৪। লীজকৃত চূক্তি অনুযায়ী ইজারাদারদের মৎস্য সম্পদ এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।	১। মাছের পরিমান ও বর্তমান বাজার মূল্য মৎস্য বিভাগের সহায়তায় PAVC নির্ধারন করবে। ২। ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরের ক্ষতির পরিমান PAVC ধার্য করবে।	১। সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, দেখাশোনা, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব IA/PIU এর। ২। জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ বৈধতা অনুযায়ী প্রদান করবে । ৩। IA/EA ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবে, ক্ষতিগ্রস্তদের দলিল ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং RAP বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করবে। ৪। IA মাছের বর্তমান মূল্য ও পুকুরের প্রতিস্থাপন মূল্য PAVC ও NGO এর সহায়তায় নির্ধারন করবে। DC আইনানুগ প্রাপ্য নির্ধারন করবে।

৭.৩ বসবাস ও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত ভবন

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। CUL প্রদান প্রক্রিয়ায় ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক অথবা	ক. আইনানুগ ক্যাশ ক্ষতিপূরণ (CUL) যা ৫০% অধিহার অন্তর্ভুক্ত অথবা প্রতিস্থাপন মূল্যের মধ্যে	১। বৈধ মালিকগন : ৩ ধারা নোটিশ প্রদানের সময় ব্যক্তিগত জমির উপর যে সব ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা ছিল তার সবকিছুর জন্য প্রযোজ্য হবে।	১। PAVC শুমারী জরিপ ও বাজার দর নির্ধারনের জরিপের ভিত্তিতে অবকাঠামো ও নির্মাণ সামগ্রীর	১। DC সমস্ত স্বত্বাধিকারী স্থাপনার মালিককে CUL পরিশোধ

আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনানুগ মালিক। ১। স্বত্ব বিহীন ব্যক্তিবর্গ এবং উথুলী, যাদের জরিপের সময় সরকারী জমিতে বাঁধের ধারে অবকাঠামোর মালিক হিসেবে পাওয়া গেছে। ২। ইজারা ব্যতীত অর্পিত সম্পত্তির মালিক এবং ব্যবহারী (DC কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় চিহ্নিত)	তুলনামুলক উচ্চতর মূল্য পরিশোধিত হবে। খ. গৃহ নির্মাণ অনুদান দেয়া হবে। গ. অসহায় ও নারী প্রধান পরিবারবর্গ বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবে। ঘ. সকল গৃহ/অবকাঠামোর মালিকের উদ্ধারযোগ্য নির্মাণ সামগ্রী নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবার অনুমতি রাখে। ক। PAVC কর্তৃক নির্ধারিত অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য খ। বাড়ী-ঘর/অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG) এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান। গ। অস্থায়ী অবকাঠামো স্থানান্তরের জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG)। ঘ। জমি উন্নয়ন/বসত ভিটার জন্য ভিটা উন্নয়ন অনুদান। ঙ। জমি স্বত্ববিহীনদের অস্থায়ী আবাসনের জন্য অবকাঠামো শক্তিমত্তা বৃদ্ধির অনুদান। চ। অসহায় ও নারী প্রধান পরিবারবর্গ	২। সরকারী দখলকৃত জমির উপর যে সকল স্থাপনা আছে তার জন্য প্রতিস্থাপন মূল্য প্রযোজ্য হবে। ৩। যে সকল অবকাঠামো (বাঁশ,খড়,পাতা,টিন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী) সহজে সরানো যায়, সেগুলোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান দেয়া হবে। ৪। যে সকল স্থাপনা সরানো সম্ভব নয় (পাকা দালান)সেগুলোর জন্য অনুদান দেয়া হবে। ৫। হতদরিদ্র খানাসমূহ, এককালীন বিশেষ অনুদান পাবেন। ৬। নারী প্রধান পরিবারবর্গ বৃদ্ধ পুরুষ সদস্য ছাড়া এককালীন বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবেন। ৭। যে সকল ছোট স্থাপনাগুলো বাঁশ বা বাঁধের পায়ার উপর দাঁড় করানো অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন না করে স্থানান্তর করা যাবে সেগুলো ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবে না কিন্তু অন্য কোন স্থানে স্থাপনা করার জন্য সহায়তা করা হবে । ৮। জমিস্বত্ব বিহীন খানাসমূহ যারা ক্ষনস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হবেন, পুরো কাজ সম্পন্নের পর তারা পুনরায় বাঁধের উপর অবস্থান করতে পারবেন। প্রথম স্থানান্তরের সময় অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান এবং পুনর্গঠনের সময় অবকাঠামো নির্মাণ অনুদান প্রদান করা হবে। ৯। অবকাঠামোর শক্তিমত্তা বৃদ্ধির অনুদান, গৃহ নির্মাণ অনুদানের সমতূল্য হবে যা	প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করবে। ২। CUL থেকে যেসকল স্থাপনা বাদ পড়ছে, সেগুলোর Cut-off Date ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে শুমারি করা হয়েছে সে অনুযায়ী গননা করা হবে। ৩। PAVC ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোগুলোকে অস্থানান্তরযোগ্য, স্থানান্তরযোগ্য এবং অস্থাবর অবকাঠামো হিসাবে শ্রেণী বিন্যাস্ত করবে। ৪। IAস্থানীয় সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় স্বত্ব বিহীনদের জন্য বিকল্প আবাসন স্থান বন্দোবস্তের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ৫। বাজার দর নির্ধারণের শুমারীর মাধ্যমে সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপন মূল্য দেয়া হবে।	করবে। ২। IA/EA ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা অবহিত করবে, অতিরিক্ত অনুদান প্রদান করবে এবং কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ৩। জেলা প্রশাসক CUL নির্ধারন করবেন এবং IA, PAVC ওNGO এর সহায়তায় অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবে।

	বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবে। ছ। সকল গৃহ/অবকাঠামোর মালিকেরা উদ্ধার যোগ্য নির্মাণ সামগ্রী নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবার অনুমতি রাখে।	বাঁধের উপর অবকাঠামো পুন:নির্মানের সময় প্রদান করা হবে। মালামাল এবং সম্পদ স্থানান্তর অনুদান, ভিটা স্থানান্তর অনুদানের সমমান হবে।		

৭.৪। ক্ষয়ক্ষতির ধরণ : ফলজ ও কাষ্ঠল গাছপালা

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। CUL মূল্যায়নের সময় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক। ২। সামাজিক ভাবে স্বীকৃত দখলদার; যেমনঃ উথুলি বা অনুপ্রবেশকারী। ৩। সরকারী সংস্থা থেকে ইজারা নেয়া বৈধ ইজারাদারগণ। ৪। পাবলিক সংস্থা/NGO কর্তৃক পরিচালিত দল (সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।	১। বর্তমান বাজার মূল্য (হস্তান্তরের সময়)।	১। বর্তমান বাজার মূল্য নিম্নের মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে নির্ধারন করা হবে। ক. মোট বর্তমান মূল্য অথবা খ. বর্তমান বয়স, জীবনকাল উৎপাদন ক্ষমতা, বর্তমান বাজার মূল্য।	১। দলগত মালিকানার ক্ষেত্রে প্রকল্প সংশ্লিষ্টগণ নিশ্চিত করবেন যে চুক্তি অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বন্টন করা হবে। ২। ইজারাদারীত্ব অনুযায়ী PAVC ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের চিহ্নিত করবে (ইজারা অথবা NGO সমবায় মালিকানার ক্ষেত্রে)।	১। জেলা প্রশাসক সকল বৈধ মালিকদের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে ও নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী CUL প্রদান করবে। ২। IA/EA ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবে, ক্ষতিগ্রস্তদের দলিল ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ৩। জেলা প্রশাসক CUL নির্ধারণ করবে এবং IA,NGO এবং PAVC এর সহায়তায় প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবে।

৭.৫ ক্ষয়ক্ষতির ধরন : দন্ডয়মান ফসল

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। জরিপ অথবা যৌথ প্রতিপাদনে নির্ধারিত কৃষক (যিনি ফসল রোপন করেছেন), মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটে, ভাগচাষী ইত্যাদি (যাদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক চুক্তি আছে)।	১। ভূমি হস্তান্তরের সময় দন্ডয়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ। ২। ফসল ও গাছপালা কৃষক/মালিক নিয়ে যেতে পারবেন।	১। PAVC ফসল কর্তনের সময় বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে। ২। দন্ডয়মান পরিপক্ক ফসল কাটার জন্য অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে তা না হলে সম্পূর্ণ ফসলের দাম দিতে হবে।	১। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ফসলের বাজার মূল্য PAVC নির্ধারণ করবে। ২। দখল হস্তান্তরের সময় দন্ডায়মান ফসল আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করতে হবে। ৩। জমির প্রকৃত মালিক এবং বর্গাচাষীও এর মাধ্যমে প্রতিপাদন করা হবে।	১। জেলা প্রশাসক কৃষি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের বিপণন বিভাগের সহায়তায় ফসলের দাম নির্ধারণ করবেন ও প্রকৃত মালিককে CUL প্রদান করবেন। ২। IA / EA ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবে, ক্ষতিগ্রস্তদের দলিল ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে, অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ৩। উৎপাদনের উপাত্ত এবং জেলা প্রশাসকের ব্যবহৃত উৎস অনুযায়ী IA বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং PAVC অথবা NGO এর সহায়তায় স্থানীয় বাজারের প্রকৃত মূল্যের সাথে তুলনা করবে।

৭.৬ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আয়ের ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। যেকোন ব্যবসায়ী বা পরিচালক (স্বত্বাধীকারী অথবা স্বত্বহীন) যিনি ৩ ধারা নোটিশ জারীর সময় বা শুমারী	১। বাণিজ্যিক আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ২। ভাড়া দেয়া স্থাপনা থেকে আয়ের ক্ষতি	১। স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে যা PAVC ধার্য করবে। ২। অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/উথুলি/অবৈধ	১। যেসকল স্থাপনা সরানো যাবেনা, সেগুলো ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা হবে। ২। ব্যবসার ধরণ, মেঝের আকার এবং মূলধন বিনিয়োগের পরিমান শুমারির সময়	১। যৌথ তদন্তের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ব্যবসার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারেন অথবা শুধু ব্যবসায়িক অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারে। ২। ব্যবসা থেকে

জরিপের সময় স্থাপনায় বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। ২। শুমারি জরিপে চিহ্নিত ব্যাক্তিগত IA /সরকারী জমিতে স্থাপিত এবং ভাড়া দেয়া স্থাপনার মালিক।	নিরসনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।	অনুপ্রবেশকারী যতদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ততদিনের আয়ের ক্ষতিপূরণ পাবেন। ৩। আংশিক বা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীরা নতুনভাবে ব্যবসা খোলার জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন।	লিখিত নেয়া হবে। ৩। সনাক্তকরনের পূর্বে মালিক, ভাড়াটিয়া ও ব্যবসা স্থান PAVC কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হবে।	দৈনিক গড় আয় IA, PAVC এবং EA এর সহায়তায় নির্ধারণ করবে । ৩। IA ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবে, ক্ষতিগ্রস্তদের দলিল ঠিক করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং RAP বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবে।

৭.৭ আয়ের সাময়িক ক্ষতি (বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও শিল্প কারখানার শ্রমিক) ও কর্মদিবসের ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। নিয়মিত দিনমজুর বা কর্মচারী যারা অন্তত ছয় মাস ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আছেন যা সরকারী এবং বে-সরকারী জমি থেকে বিচ্যুত হয়েছে।	১। নিয়মিত মজুরি আয়ের সাময়িক ক্ষতি প্রশমন অনুদান দেয়া হবে।	১। Cut-off date থেকে চাকুরীর মেয়াদকাল গণনা করা হবে। ২। ৯০ দিনের মজুরীর সমমান হবে দৈনন্দিন মজুরির সাম্প্রতিক বাজার মূল্য অনুসারে যা PAVC কর্তৃক নির্ধারিত হবে। ৩। শিশু সদস্য যদি ব্যবসায় সাময়িকভাবে সাহায্য করে তবে ক্ষতিপূরণ পাবে না।	১। পিএভিসি শ্রমিকের সংখ্যা তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। ২। পিএভিসি দৈনন্দিন মজুরী ধার্য করবে হস্তানতর এবং বসত ভিটা স্থানান্তরের দিন অনুযায়ী।	১। IA শ্রমিকদের গড় দৈনিক বেতন নির্ধারণ করবে PAVC এবং NGO এর সহায়তায়। ২। IA ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের RAP নীতিমালা প্রতিস্থাপনমূল্য অবহিত করবেন এবং NGO এর RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করবেন।

৭.৮ লীজ, বর্গাচাষী, বন্ধকী বা খাস জমির ক্ষেত্রে

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১। আইনসম্মত কাগজপত্রের মাধ্যমে লীজ গ্রহীত ২। অলিখিত ভোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি	১। ক্ষতির ধরন ১ ও ২ অনুযায়ী ক্ষতিপূরন।	১। আইন সম্মত চুক্তির ক্ষেত্রে : জেলা প্রশাসক জমির মালিক এবং বর্গাচাষী/লীজ	১.PAVCএর তদন্তে অধিগ্রহণাধীন বর্গা জমির মালিক এবং সংশ্লিষ্ট বর্গাচাষী বা খায় খালাসি চাষী	১.জেলা প্রশাসক চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের নির্ণয় করবেন এবং ক্ষতিপূরণ দেবেন।

মোতাবেক সমাজ স্বীকৃত বর্গাচাষী/লীজ/বন্ধকী/খাস জমি ভোক্তা।		গ্রহীতাকে আইন অনুসারে CUL প্রদান করবেন। ২। মৌখিক চুক্তির ক্ষেত্রে : জমির আইন সম্মত মালিক জেলা প্রশাসক অফিস থেকে CUL সংগ্রহ করবে। ৩। যেখানে CUL পূনর্বাসন খরচের চেয়ে কম সেখানে জমির আইনসম্মত ৩ মালিকগণ IA এর কাছ থেকে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ পাবে ক) যদি সব ঋণ পরিশোধিত থাকে খ) যদি না থাকে তবে, আইন সম্মত মালিকগণ ঋণ পরিশোধের পরের অবশিষ্টাংশ পাবেন যদি ঋণের পরিমাণ দেয়া ক্ষতিপূরণের মূল্যকে ছাড়িয়ে যায় তবে বাড়তি টাকা জমির মালিক প্রদান করবেন।	সনাক্ত হবে। ২. জমির বর্তমান ভোগ স্বত্বের উপর কোন মত পার্থক্য থাকলে অভিযোগ নিরসন কমিটির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করা হবে।	২। IA, বাস্তবায়ন সংস্থার সহায়তায় চুক্তি মোতাবেক অলিখিত ভোগ দখলদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। ৩। IA নিশ্চিত করবে যে,লীজকারীর সকল ঋণ পরিশোধিত হয়েছে।

৮. অভিযোগ নিরসন কমিটি (ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিরসন) ঃ

প্রকল্পের অধীনে ক্ষয়ক্ষতি শনাক্তকরন ও প্রাপ্য নির্ধারণে কোন ব্যাক্তির অভিযোগ বা দ্বিমত থাকলে তা শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এ অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) গঠিত হবে। এই কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তির জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত অভিযোগ, এছাড়াও তাদের সামাজিক ও পরিবেশগত অভিযোগ গ্রহন ও দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিবর্গের অভিযোগ প্রকল্প নির্বহী প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক গ্রহণ করা হবে। যদি কোন অভিযোগ, অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) দ্বারা নিরসন না হয়, তবে তা প্রকল্প পরিচালনা কমিটিতে (PIU) পরিচালকের (PD) নিকট প্রেরণ

করা হবে। সকল অভিযোগের নিষ্পত্তি আহব্বায়কের কার্যালয়ে অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে সকল সদস্যদের সম্মতিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

৮.১- গঠন প্রক্রিয়া ঃ

নিম্নলিখিত সম্মানিত ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) গঠন করা হবে।

১.	বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি (MOC)	: আহব্বায়ক
২.	বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি	: সদস্য সচিব
৩.	স্থানীয় ইউপি মেম্বার/ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	: সদস্য
৪.	স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-সম্প্রদায় ও হতদরিদ্র গোষ্ঠীর প্রতিনিধি (উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত)	
৫.	স্থানীয় মহিলা প্রতিনিধি	: সদস্য
৬.	ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিনিধি	: সদস্য

অভিযোগ নিরসন কমিটির সকল সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ে মোননীত হবেন নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক এবং অনুমোদিত হবেন প্রকল্প পরিচালক (PD), প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (PIU) দ্বারা।

৮.২- GRC এর কার্যক্রম

প্রকল্পের জিআরসি নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন:

ক. স্থানীয় পর্যায়ের জিআরসি অফিসে সে সকল সামাজিক, স্থানান্তর ও পরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগ আসবে সেগুলো মাঠ পর্যায়ের অফিস কর্তৃক গ্রহণ করা হবে।

খ. কোন অভিযোগ ফিল্ড অফিসে গ্রহণ করার প্রথম দিনই নিরসন করার চেষ্ঠা করতে হবে অথবা অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে যদি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন পরে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করতে হবে। প্রকল্প এলাকায় যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, তাদের অভিযোগ ও নিরসন করতে হবে স্থানীয় GRC এর মাধ্যমে।

গ. আইনত মালিক নির্ধারনের ক্ষেত্রে GRC কোন অভিযোগ গ্রহণ করবেনা। শুধুমাত্র জমির আইনত বন্টন ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে অভিযোগ গ্রহণ করবে।

ঘ. কমিটির সবার ভোটের মাধ্যমে অভিযোগ নিরসন করা হবে।

ঙ. আদালতের এখতিয়ারধীন কোন বিষয় নিয়ে GRC অভিযোগ গ্রহণ করবে না।

৯. এলাকাবাসীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর সাথে প্রকল্প কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন ও তা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে দুটি প্রকল্প অফিস স্থাপন করা হবে। এই দুটি অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকাবাসীকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগীতা দেয়া হবে। তাছাড়া প্রকল্পের সব ধরনের কাজের অগ্রগতি IA ওয়েবসাইটে নিয়মিত জানানো হবে। নিয়মিত ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর সাথে জনমত সভা করা হবে এবং যে কোন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

১০. আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প তিন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষের শ্রেণীবৈষম্য দুর করা ও এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যগত সমস্যা নিরসন ও তা নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করা। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চামড়া ও চামড়াজাত, পদুকা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে প্রশিক্ষন দেয়া হবে।। অদক্ষ শ্রমিক যেন দক্ষ হয়ে স্থায়ীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যেসকল কমিটি গঠন করা হবে প্রত্যেক কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পকাজে মহিলাদের উপস্থিতি, অদক্ষ মহিলা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া সহ এলাকায় মহিলাদের সমঅধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পে মহিলাদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। হতদরিদ্র ও দুস্থ্য পরিবারসমূহের জন্য বিশেষ সহায়তা ও প্রকল্পের কাজের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১. ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সাধারন কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

ক্ষতিপূরণ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন ও উত্তর :

বিষয়	প্রশ্ন	উত্তর
ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ	১. কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে?	১. নিজস্ব জমিতে বসবাসরত জমির মালিককে জেলা প্রশাসক মৌজা মূল্যের দেড় গুন ক্ষতিপূরণ দেবেন।
	২. ব্যক্তিগত জমির জন্য কেমন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে?	২. প্রতিস্থাপন মূল্য বা বর্তমান বাজার মূল্য পাওয়া যাবে যা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি নির্ধারন করবে।
	৩. কোথা থেকে আমরা ক্ষতিপূরণ পাবো?	৩. জেলা প্রশাসক, INGO এর সহায়তায় IA ক্ষতিপূরণ দেবে। IAক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এলাকায় গিয়ে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাবস্থা করবে।
	৪. বাঁধের উপর দোকানের জন্য কেমন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে?	৪. দোকান ঘর স্থানান্তর ও নতুনভাবে তৈরীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। বিস্তারিত ৫ নং অধ্যায়ে বনিত আছে।
	৫. আমরা কি ঘর ও গাছের ক্ষতিপূরণ পাবো এবং তা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো?	৫. অবশ্যই গাছ ও ঘরের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং তা নির্ধারিত সময়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
	৬. সম্পূর্ন মালিকানাধীন জমি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং তার আর কোন জমি না থাকলে কি ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে?	৬. প্রতিস্থাপন মূল্যে জমির ক্ষতিপূরণ ও স্ট্যাম্প মূল্য দেয়া হবে। অন্য জায়গায় জমি কিনলে রেজিস্ট্রেশন মূল্য দেয়া হবে। ঘর ক্ষতি হলে পুনর্বাসন এলাকায় সরকারী মূল্যে জমি ক্রয় করতে পারবে।
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিপূরণ ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে	১. কবরস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা কি করবো?	১. কবরস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে এলাকার জনগনের সহায়তায় প্রকল্প এলাকার মধ্যে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সহ কবরস্থানের ব্যবস্থা করা হবে ।
	২. মসজিদ ও মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে?	২. মসজিদ/মন্দিরের জন্য উপযুক্ত বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে অথবা নতুন করে তৈরী করে দেয়া হবে।
	৩. সরকারী প্রাইমারী স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হলে কে পুনসংস্কার করবে?	উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রণালয়কে দেয়া হবে এবং সরকার এব্যাপারে নতুন করে ব্যবস্থা নেবে। তাছাড়া, RAP এর নিয়মনীতি অনুসারেও প্রকল্প প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।